রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৬, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৩ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৬ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.১০৫—বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গত ০১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে 'চ্যাম্পিয়ন ফর অটিজম ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া রিজিয়ন' মনোনীত হন।

২। প্রতিবন্ধী ও মানসিক স্বাস্থ্য খাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। একই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন-এর এই মনোনয়ন আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এ বিরল সম্মান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরও গৌরবময়, সুসংহত ও উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২০ চৈত্র ১৪২৩/০৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বিজয় ভট্টাচার্য্য
অতিরিক্ত সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা: ২০ চৈত্র ১৪২৩ / ০৩ এপ্রিল ২০১৭

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গত ০১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে 'চ্যাম্পিয়ন ফর অটিজম ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া রিজিয়ন' মনোনীত হন। মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন-এর অসামান্য প্রয়াস এবং অভূতপূর্ব উদ্যোগ অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার এবং মেন্টাল অ্যান্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার-কে দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এক গুরুত্ববহ অবস্থানে নিয়ে গেছে। এই মনোনয়ন সাউথ-ইস্ট এশিয়া অঞ্চলের সকল সদস্য-রাষ্ট্রে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার, অটিস্টিক শিশুদের দুর্ভোগ লাঘব এবং তাদের অভিভাবক ও পরিচর্যাকারীদের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে আরও গতিশীলতা সৃষ্টি করবে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আশাবাদ ব্যক্ত করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মত প্রকাশ করে যে হু-চ্যাম্পিয়ন হিসাবে মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন সদস্য-দেশসমূহের জাতীয় নীতি-কৌশলে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার অন্তর্ভুক্তকরণ, মানসিক স্বাস্থ্য-উন্নয়ন সংক্রান্ত উদ্যোগ সম্প্রসারণ এবং অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার-সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও প্রামাণ্য তথ্য সমৃদ্ধকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।

দক্ষিণ এশিয়াসহ সারা বিশ্বে কার্যকরভাবে অটিজম-সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকায় মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের অবদান অপরিসীম। তাঁর যথাযথ উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি-সংক্রান্ত খাতভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার ও অন্যান্য নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার অন্তর্ভুক্ত হয়। অধিকন্তু, নিউরো ডেভেলপমেন্ট ও অটিজম-এর জন্য একটি ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং শিশুদের নানারূপ প্রতিবন্ধিতা চিহ্নিতকরণ ও নিরসনের লক্ষ্যে দেশে দশটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে বিশেষ ইউনিট চালু করা হয়।

মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন প্রতিবন্ধী-উন্নয়নে দেশে-বিদেশে নিরন্তর নানাবিধ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন, যা বিশ্বের সর্বমহলে সমাদৃত ও প্রশংসিত হচ্ছে। মূলত তাঁর উদ্যোগেই ২০১১ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় অটিজম বিষয়ে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরই অনুবৃত্তিক্রমে গড়ে ওঠে 'সাউথ এশিয়ান অটিজম নেটওয়ার্ক' — যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের আন্তরিক প্রয়াসেই ২০১৩ সালের মে মাসে অটিজম-সচেতনতা বিষয়ক বাংলাদেশের একটি প্রস্তাব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্বাহী পরিষদে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য, গত ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজের জন্য মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন ইউনেস্কো কর্তৃক 'ইন্টারন্যাশনাল জুরি অব দ্য ইউনেস্কো-আমির জাবের আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ প্রাইজ ফর ডিজিটাল এমপাওয়ারমেন্ট ফর পারসনস উইথ্ ডিজেবিলিটিজ'-এর সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। এ ছাড়া অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার মোকাবেলায় ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স ইন পাবলিক হেলথ'-এ ভূষিত করা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক 'চ্যাম্পিয়ন ফর অটিজম ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া রিজিয়ন' হিসাবে মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের এই মনোনয়ন বিশ্বব্যাপী অটিজম-সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন এবং তা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের-ই স্বীকৃতি। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে জনহিতকর কর্মে আত্মনিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিচর্যা, দিক্-নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ সম্মান বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জন্য গৌরবের।

প্রতিবন্ধী ও মানসিক স্বাস্থ্য খাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। একই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন-এর এই মনোনয়ন আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এ বিরল সম্মান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরও গৌরবময়, সুসংহত ও উজ্জ্বলতর করায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd